আলমডাঙ্গায় ঢাকা ফেরত আরো ৫ জনের করোনা শনাক্ত

আলমডাঙ্গায় আরো পাঁচ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিসিআর ল্যাব থেকে পজেটিভ রিপোর্ট আলমডাঙ্গায় আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৪ জনে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, তিনদিন আগে এদের নমূনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। গতকাল তাদের করোনা পজেটিভ এসেছে। তাদের প্রত্যককে স্ব স্ব বাড়িতে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, করোনা আক্রান্তরা হলেন বাড়াদি গ্রামের একজন, পোয়ামারি গ্রামের একই পরিবারের তিনজন ও ভাংবাড়িয়া গ্রামের একজন। তারা প্রত্যেকে সম্প্রতি ঢাকা থেকে করোনার উপসর্গ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

আলমডাঙ্গায় পাইপ দিয়ে পিটিয়ে দুই যুবককে রক্তাক্ত জখম

আলমডাঙ্গায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দুই যুবককে বেদম পিটিয়ে রক্তাক্ত আহত করেছে অপর কিছু যুবক। জিআই পাইপ দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। গতকাল সন্ধ্যার আগে শহরের আনন্দধাম ব্রীজের নিচে ওই ঘটনা ঘটে।

আহত তপু পৌর শহরের থানাপাড়ার দীপকের ছেলে এবং সোহাগ গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার ইউনিুস আলীর ছেলে। সোহাগকে ফাতেমা ক্লিনিকে এবং তপুকে হারদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা

হয়েছে।

আহত সোহাগ জানায়, গোবিন্দপুর গ্রামের দুই যুবক থানা পাড়ায় এসে মেয়েদের উত্যক্ত করত। এই ঘটনায় ঈদের ক’দিন আগে থানাপাড়ার তপুর বন্ধুরা মিলে ওই দুই যুবককে চড়থাপ্পড় মারে। ওইদিন রাত ১০টার দিকে থানাপাড়া ও গোবিন্দপুরের ছেলেদের মধ্যে মারামারি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। আজকের পিটিয়ে আহত করার ঘটনা তারই জের বলে জানা গেছে।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, যুবকদের দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। কারা মারামারি করেছে পুলিশ তাদের খুঁজছে। তবে এখনও থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে তিনি জানান।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ আটক দুই

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দেড় কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ বলেছে, গত বুধবার দিনগত রাতে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই কামরুল হাসান ও এএসআই মসলেম উদ্দীন দামুড়হুদা-কার্পাসডাঙ্গা সড়কে টহল ডিউটি করছিলেন।

রাত ১০ টার দিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকা থেকে দামুড়হুদা অভিমুখে আসা একটি চলন্ত আলমসাধুর গতিরোধ করা হয়।

এ সময় আলমসাধুতে থাকা দামুড়হুদা উপজেলার ভগিরথপুর গ্রামের গাজিউর রহমানের ছেলে মাদক ব্যবসায়ী আশাদুল ইসলাম আশা (৪০) এবং একই উপজেলার সুবলপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে আমির হামজার (৩০) কাছ থেকে পলিথিনে মুড়ানো অবস্থায় দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

হাসাদাহ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নবাগত ইউএনও কে ফুলেল শুভেচ্ছা

হাসাদাহ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে গতকাল সকাল ১০ ঘটিকার সময় জীবননগর উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনিম লিংকনকে ফুলেল শুভেচ্ছা অভিন্দন জানানো হয় ।

এ সময় হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি এম মতিয়ার রহমান , সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, কষাধক্য বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল-আমিন নির্বাহী সদস্য কবির আহম্মদ সহ সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত থেকে তাকে শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় প্রথম করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন

আলমডাঙ্গায় প্রথম করোনায় মৃত ব্যক্তি এবাদুল ইসলাম লাল মিয়ার
(৬০) লাশ দাফন করা হয়েছে। ৩১ মে রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় পৌর জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে পুলিশী প্রহরায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাকে দাফন করা হয়।

মৃত এবাদুল ইসলাম লাল মিয়া আলমডাঙ্গার চাতাল মোড়ের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর আগে স্বপরিবারে আলমডাঙ্গা ছেড়ে ঢাকায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এবং ঢাকাতেই তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে শনিবারে মারা যান।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আজ সকালে লাশবাহি একটি এ্যাম্বুলেন্সে লাল

মিয়ার মরদেহ আলমডাঙ্গায় পৌছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর উপস্থিতিতে প্রশাসনিক নিয়মকানুন মেনে তাকে পৌর জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

জানা গেছে, ঢাকায় লাল মিয়া মারা গেলে সেখানে তার দাফনে বিড়ম্বনা দেখা দিলে পরিবারের লোকজন আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে শ্বশুরবাড়িতে তাকে দাফন করার পরিকল্পনা করেন। কিন্ত আইলহাঁসেও বাঁধার সন্মুখিন হন। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে তাকে দাফনের সিদ্ধান্ত নেন। পৌর জান্নাতুল বাকি মসজিদের ঈমাম জানাজা পড়ান।

দাফন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী, থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর ও থানার সেকেন্ড অফিসার রফিকুল ইসলামসহ থানার একটি টিম।

মেহেরপুরসহ সারা দেশে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদুল ফিতরের জামাত । সোমবার (২৫ মে) সকালে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এ সকল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব এবং করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা মেনেই জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামাত শেষে খুতবা পেশ করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও মোনাজাত। মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। এছাড়া মোনাজাতে সব উম্মতে মোহাম্মদির গুনাহ মাফ চাওয়া হয়। সব মৃত ব্যক্তির কবরের আজাব মাফ চাওয়া হয়। যেকোনো বিপদ থেকে দেশকে হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে নামাজ শেষে কাউকেই দেখা যায়নি হাত মেলানো

বা কোলাকুলি করতে। ফলে কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই মুসল্লিরা ফিরেছেন ঘরে।

অনেকে আবার বলেন, ঈদের নামাজের পর প্রধান আনন্দ কোলাকুলিতেই। তবে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এবার তারা এসব থেকে বিরত থাকছেন।
মেপ্র/এমএফআর

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মধ্যস্থতায় জোড়া লেগেছে ভাঙা সংসারে

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মধ্যস্থতায় জোড়া লেগেছে একটি ভাঙা সংসারে। নিজের পিতা-মাতাকে ফিরে পেয়েছে নয় মাসের এক শিশু সন্তান। বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের মধ্যস্থতায় নিজেদের ভুলের অবসান ঘটান দামুড়হুদার মাহাবুল ও তৃষ্ণা দম্পতি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক জানান, দু’বছর আগে দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিকপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মাহাবুল হকের (৩২) সাথে বিয়ে হয় একই উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মিরাজ হোসেনের মেয়ে তৃষ্ণা খাতুনের (২৫)। বিয়ের পর তাদের সংসারে রয়েছে আসাদুজ্জামান (৯ মাস) নামে ফুটফুটে এক শিশু সন্তান।

এমন অবস্থায় পারিবারিক কলহের কারণে এক মাস আগে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মাহাবুল-তৃষ্ণার শিশু সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তৃষ্ণার মা চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগের সূত্র ধরে পুলিশ সুপারের নির্দেশে জেলা পুলিশের ইউমেন্স সাপোর্ট সেন্টারের দায়িত্বে থাকা উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক কাজ শুরু করেন। উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক উভয় পক্ষকে ডেকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক আরো জানান, পরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের মধ্যস্থতায় মাহাবুল ও তৃষ্ণা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবারও সংসার করতে রাজি হয় এবং তারা নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এতে পুলিশ সুপার মাহাবুল ও তৃষ্ণার সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে তাদের সন্তান আসাদুজ্জামানকে ঈদ উপহার প্রদান করেন।

চুয়াডাঙ্গায় আম্ফানের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতি

চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আম্ফান ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। ভেঙ্গে পড়েছে কাচা ঘর, গাছের ডালপালা। ক্ষেতের ফসলও ক্ষতি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্যাপকহারে পানবজর ভেঙে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবওহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, বুধবার রাতে চুয়াডাঙ্গায় ঝড়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। রাত দেড়টার পর আম্ফানের গতি কিছুটা কমলেও বাতাস ছিল। ধীরে ধীরে তা কমে আসে ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোঃ খাইরুল আনাম জানান, আম্ফানের কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

প্রস্তুতি হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় তিনটি স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র এবং বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাতে কয়েকজন চুয়াডাঙ্গার আশ্রয়কেন্দ্রে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সকালে তারা আবার চলে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সুফি রফিকুজ্জামান জানান, কলা, পেঁপে, সবজি, পান প্রভৃতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তবে, এখনো পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করা যায়নি।

আমবাগান মালিকদেরও ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে অনেক আম পড়ে গেছে। দু’চার দিন পরই চুয়াডাঙ্গার আম বাজারে আসার কথা ছিল। তার আগেই ক্ষতি হয়ে গেল।

চুয়াডাঙ্গায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় সমাজের পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে করোনা ক্রান্তিলগ্ন ও ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে এ উপহার বিতরণ করা হয়। যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা হাশেম রেজার সহযোগিতায় এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, মো. কলিমুল্লাহ, কনক কুমার দাস ও যুবলীগ কেন্দ্রীয় নেতা হাশেম রেজা।

এসময় যুবলীগ নেতা হামেশ রেজা বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা বরাবরই অবহেলিত থেকেছে। এ কারণে আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

পুলিশ সুপার বলেন, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই কর্মহীন মানুষের পাশে রয়েছে। বিভিন্নভাবে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষকে সহযোগিতা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির পাশেও দাঁড়িয়েছি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করলেন দিলারা রহমান

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান এর আগে তিনি গাংনী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দামুড়হুদা উপজেলার স্থানীয় রাজনৈতিক, সাংবাদিক সহ এলাকাবাসী দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও শুভকামনা করেন।